ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG. 0 3 1999 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণে নতুন দরপত্র ডাকা হতে পারে

কাগজ প্রতিবেদক : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের আহ্বান করা প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণের দরপত্রটি বাতিল হতে যাচ্ছে। এর পরিবর্তে ৬০০ প্যাকেজের নতুন দরপত্র ঘোষণা করা হতে পারে। আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীর জন্য বই মুদ্রণ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণদানকারী সংস্থা বিশ্বব্যাংক রাজি হলে আগামী সপ্তাহেই এ ব্যাপারে সরকারি ঘোষণা আসবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এদিকে মুদ্রাকরদের বয়কটের কারণে প্রাথমিক স্তরের সাড়ে ৫ কোটি বই মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের আহ্বান করা দরপত্রটি গত রোববার অকার্যকর হয়ে যায়। ঐদিন বোর্ড সচিব ফিরোজ খন্দকারের কক্ষে বিকাল সাড়ে ৩টায় দরপত্রের বাক্স খুলে একটিও আবেদন পাওয়া যায়নি। এক মাসের দরপত্র কার্যক্রম সফল না হওয়ার সংবাদ জানিয়ে বোর্ড সেদিনই মন্ত্রণালয়কে রিপোর্ট করেছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বব্যাংকের শর্তে এই প্রথমবারের মতো আহ্বান করা ১১১ প্যাকেজের দরপত্রটি পুনর্বার আহ্বান করার আর কোনো

● এরপর : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই

● প্রথম পাতার পর

সম্ভাবনা নেই। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আশা করছেন, এর পরিবর্তে দেড় থেকে দুলাখ টাকার মধ্যে পুরো কাজকে তারা ৬০০ প্যাকেজে ভাগ করে নতুন দরপত্র আহ্বান করতে পারবেন। শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের সঙ্গে মুদ্রাকর ও প্রকাশক সমিতির নেতৃবৃন্দের গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সভায়ও দুপক্ষ এ ব্যাপারে একমত হয় বলে জানা গেছে। তবে মুদ্রণ সমিতির কোনো কোনো নেতৃবৃন্দ এখনো আগের মতো সমবণ্টনের ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বানের পক্ষে। তাদের মতে, বিশ্বব্যাংকের টাকা ফেরত দিয়ে সরকারের উচিত নিজস্ব অর্থায়নে কাজ করা, তাহলেই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হবে।

এদিকে আগামী বছরের প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণের কাজকে ৬০০ প্যাকেজে ভাগ করে নতুন শর্তে দরপত্র আহ্বান করার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংককে রাজি করানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব সাদত হুসাইনকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের অভিমত দুএকদিনের মধ্যে জানা যাবে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংককে রাজি করানো সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তারা মনে করছেন, সমস্যাটি গুরুতর নয়।

এদিকে 'বিশ্বব্যাংক রাজি না হলে প্রতিবছরের মতো এবার সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বই মুদ্রণ করবে কিনা এ ব্যাপারটি স্পষ্ট নয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এখনো এ বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন না। তবে তারা আগামী সপ্তাহেই নতুন দরপত্র ঘোষণা করা এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মুদ্রণ কাজের কার্যাদেশ দেওয়া সম্ভব বলে জানিয়েছেন। মুদ্রণ ও প্রকাশক সমিতির নেতৃবৃন্দও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেরিতে হলেও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা মনে করছেন, সরকারের আন্তরিক ভূমিকা থাকলে সবার পক্ষেই বোর্ডের কাজ করা সম্ভব হবে।